প্রেমবন্ধন

—সুব্রতা সাহা বসু

'প্রেম' শব্দটা যতটাই ছোট তার ব্যাপ্তি ততটাই গভীর। শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শব্দটার যে প্রকাশভঙ্গী ব্যাখ্যা করেছিলেন তা হ'ল—

'প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায়—তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। এই প্রেমকে যদি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার স্বার্থবন্দীত্ব থেকে বাইরে এনে যদি বৃহত্তরক্ষেত্রে প্রকাশ করা যায় তবে তা অমূল্য। সেই প্রেমে বিশ্বজগতের প্রতি নিঃস্বার্থতা এবং তার দুঃখ, যন্ত্রণা সইবার মতো প্রসারিত হৃদয়কে খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রেম আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তাঁর নিজের লেখা 'সখার প্রতি' কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক!"

আবার তিনি এই প্রেমকে অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকায়, সাধারণ মানুষের বোধগম্যতায় এনে তাকে চিরজীবী করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রেমভাবনা বিশ্বমানবতার আঙিনায় ঐশ্বরিক প্রেমে উদ্ভাসিত হয়েছে...

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'

আমরা নিজেদের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভেবে নিয়ে মূর্তি, পট ও গুরুকে ভক্তি করি। তাঁর ভজন, পূজনে মন দিই। আমাদের অন্তরের ভক্তি নিয়ে সেই সংক্রান্ত প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করি। স্বামীজী এই ভক্তিকে সুদূরবিস্তৃত করে প্রেম বা ভালবাসার কথা বলেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় 'ভগবান সর্বত্র আছেন এবং প্রত্যেক কণায় আছেন। কিন্তু তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক থাকেন এই জন্যই ভগবানরূপী মানুষের সেবা করাই ভগবানের আসল সেবা।' আসল কথা হল যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের বন্ধন তৈরি হয় তখন বহুরূপে, বহুজনের মধ্যে যে ঈশ্বর বিরাজিত হন, তাঁর প্রতিও ভালবাসা জন্মায়। আর তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই প্রেমবন্ধনে নিমজ্জিত ছিলেন রাজপুতানার মেবারের রাজপুত্র ভোজরাজের পত্নী মীরাবাঈ। তিনি সাধারণ নারীজীবনের চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে উঠে আবাল্য প্রেমসাধন চরিতার্থ করেছিলেন তাঁর গিরিধারী গোপালের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 'মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর চরণকমল চিত লাই।'

ভগবৎপ্রেমে আকূল এক জ্যোতির্ময় পুরুষ কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে প্রেমবন্ধনে ঈশ্বরকে বেঁধেছিলেন শুধু নয় নিজেই ঈশ্বর সমতূল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরদর্শন করে তাদের নিয়েই কীর্তন করতেন। মানুষকে ভালবাসার মন্ত্র তিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই হল প্রেমবন্ধনের প্রকৃত রূপ। শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রেমভাবযুক্ত ভক্তিমার্গের প্রচারে অগণিত মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে আবেশিত হয়ে চলেছে।

পুরাণে মহাভারতের পটভূমিকায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে অর্জুনসারথীর ভূমিকায় নিজ কর্তব্য পালন করে বিদায় নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তিনি যখন পাণ্ডবমাতা কুন্তির মুখোমুখি দাঁড়ালেন কুন্তি তাঁকে প্রণাম করে কৃষ্ণস্তব করতে শুরু করলেন 'নমস্তে পুরুষংত্বাদ্যং ঈশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং'। স্তব উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবৎ উপাসনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা শরণাগতি প্রার্থনা করলেন। সেইসঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল প্রকৃতভক্তের আকুলতা। তিনি ভুলে গেলেন তাঁর পরিবার, পরিজন, সংসার। সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে তিনি প্রার্থনা করলেন যে তাঁর জীবন যেন সর্বদাই বিপদের সম্মুখীন হয় কারণ বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকে রক্ষার জন্য ছুটে আসবেন বিপদহারী নারায়ণ। ভক্তও তাঁকে ভুলবে না, তিনিও ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন। এভাবেই ভগবানের শরণাগত ভক্ত প্রেমবন্ধনে ভগবানকে বাঁধেন।

আবার প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় যেখানে প্রেম আরও বিস্তৃত হয়ে স্নেহডোরের বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রত্যক্ষরূপ মানুষ অনুভব করেছেন, সেই অবিস্মরণীয় কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে—'আমি তোমাদের পাতানো মা ন'ই, সত্যিকারের মা।' স্নেহডোরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে শ্রীমা সারদা তাঁর সন্তানদের বেঁধেছেন। যখনই কেউ তাঁকে 'মা' বলে ডেকেছে তাঁর অনন্ত, অশেষ প্রেমস্নেহধারা উথলে উঠেছে। শুধু মানুষ নয় তিনি বলতেন জগতের সব জীবজন্তুরই তিনি মা। এ বন্ধন যুগযুগান্তের প্রেমের বন্ধন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'প্রেম কাকে বলে জান? যখন হরি বলতে বলতে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই, এমন যে নিজের দেহ এত প্রিয় জিনিষ, তার ওপর পর্যন্ত সংজ্ঞা থাকবে না। ভক্ত ভগবানের মধ্যে এই প্রেমবন্ধন অনাদি, অনন্ত।

ভক্তভগবানের এই প্রেমবন্ধনের অমোঘ আকর্ষণ যদি রক্তবাহিত স্রোতের মত মন থেকে মনে বাহিত হয় তবে সে পথ হয়ে উঠবে সত্যর, অহিংসার, শান্তির পথ। বর্তমান পৃথিবীর অস্থিরতার পরিমণ্ডলে এই প্রেমবন্ধনের অনুভব অপরিহার্য। এই পথেই অসত্যর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে সত্যর আলোক। ভালবাসাময় হবে এ পৃথিবী।